REG. NO

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় বিনামী উপহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া স্থির করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন :—

আমাদের দোকানে চাঁদি, সোনা, গিনি সোনার এবং ...

... সর্ব্বদা বিক্রয় ...

... থাকে। কোন ...

... নিকট আমরা ...

... লিঃ, ...

শ্রী বিভূতিভূষণ দে

জঙ্গিপুর, ...

১০ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৫ই ভাদ্র বুধবার ১৩৩০ ইংরাজী 22nd August 1923 | ১০ম সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ২১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পারে না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্তদোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে

কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

র সংবাদ।

ধবার ১৩৩০ সাল।

জ যাত্রী।

—:০:—

এবারে এতদঞ্চলের যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান মক্কাতীর্থে গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফিরেন নাই কেবল আমাদের বালিঘাটার আবদুল যিনি সকলের নিকট ঢেঙা আবদুল বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মক্কায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আবদুল পীড়িত হইয়া পড়েন কয়েক দিন ভুগিয়া তাঁহার জীবন লীলার অবসান হইয়াছে। হজ করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা আবদুলের মনেই রহিয়া গেল খোদাতাল্লা সে বাসনা পূর্ণ করিলেন না। সদাকাঙ্ক্ষা লইয়া পরলোক গমন করিলে হিন্দুমতে আত্মার সদ্‌গতিই হইয়া থাকে। মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে এরূপ বাসনা লইয়া মৃত্যু নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। আমরা আবদুলের শোক সন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করি।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

—:০:—

আমরা শুনিয়া আন্তরিক আনন্দিত হইলাম যে, রঘুনাথগঞ্জের উকীল স্বর্গীয় দৈবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এইচ, এম, বি, উপাধি ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। সুরেন্দ্র মোহন বড় বাপের বেটা তাহাকে জীবনে উন্নতি করিতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

জার্ম্মাণীর নূতন আবিষ্কার।

—:০:—

জার্ম্মাণরা এবার এক নূতন অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা বৈদ্যুতিক শক্তির বলে এরিওপ্লেনকে আকাশ হইতে জোর করিয়া মাটিতে নামাইতে পারে। সন্ধি সর্ত্তানুসারে জার্ম্মাণী যুদ্ধের জন্য এরিওপ্লেন রাখিতে পারে না। অথচ ইংরাজ ফরাসীরা রাখিতে পারে। উপরোক্ত আবিষ্কারে জার্ম্মাণদের সে অসুবিধা দূর হইল, অল্প আয়াসেই শত্রুকে জব্দ করিতে পারিবে। ইতিমধ্যেই নাকি তাহারা কয়েকখানি ফরাসী এরিওপ্লেন এই উপায়ে আকাশ হইতে টানিয়া নামাইয়াছে।

াধনের বর্ত্তমান অবস্থা ও প্রতিকার। *

—:০:—

এ বিষয় ক্লাবে আলোচনা হইতে পারে কি না?

আজকাল ক্লাব বলিতে যাহা বুঝি মানব সমাজের সূচনা হইতে গ্রামবাসীরা অবসর সময়ে গোষ্ঠীতে মিলিত হইত এবং অনেক সময় সমা[illegible] গুরুতর বিষয় পরস্পরের ভাব বিনিময়ে সেখানেই তাহার চরম মীমাংসা হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য হইত।

বর্ত্তমান সময়ের ক্লাবের সভ্যগণের অধিকাংশই তথাকার স্থায়ী অধিবাসী নয় এবং স্থানীয় স্বার্থজড়িত বিষয় তথায় আলোচনায় কোন লাভ নাই। তবে আমাদের ক্লাবটীতেও মাঝে মাঝে বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী সাধারণ হিতকর বিষয় আলোচনা দ্বারা আমরা গোষ্ঠীর আদর্শে ইহা পরিণত করিতে চাই প্রমাণের জন্যই বর্ত্তমান বিষয়ের অবতারণা করা। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের মন্তব্য ও সাহায্য প্রার্থনা করি।

স্থানীয় অবস্থানুযায়ী এ বিষয়ের আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বর্ত্তমান ভারতবর্ষ এ সম্বন্ধে কতটা অবনত সে আলোচনা আবশ্যক হইলেও এখানে তাহার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও লোকসংখ্যার তুলনায় গাভী সংখ্যা খুবই কম, বিঘা প্রতি উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ একের তৃতীয় বলিলে হয়, গাভী প্রতি উৎপন্ন দুধের গড় ধরিলে দশম অংশ হইবে। দেশের কঙ্কালসার গাভী দেখিয়া এ বিষয়ে প্রমাণের জন্য কেহ বোধ হয় উদ্বিগ্ন হইবেন না। দেশে পালনের যে প্রকার দুরবস্থা তাহাতে আইন করিয়া গো-হত্যা নিবারিত হইলেও ইহাদের অকাল-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিদেশী Tinned-Butter, Condesed milk এর বহুল প্রচলন এবং বাড়ীর ক্রিয়াকলাপে দূরে থাকুক, নিত্য আবশ্যকীয় দুধ, ঘি সংগ্রহ করা যে কত কষ্টসাধ্য তাহা গৃহস্থমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সহরে দূরের কথা গ্রামেও অধিকাংশ গৃহস্থ গাভী পোষা ছাড়িয়া দিয়াছে।

নিম্নলিখিত অসুবিধায় লোকে এখন গাভী পোষা ছাড়িয়া দিয়াছে মনে হয়।

১। রাখালের অসুবিধা।

পূর্ব্বে প্রায় গৃহস্থের বাড়ীতেই ৮।১০ বৎসরের ২।৪টী করিয়া ছেলে থাকিত, তাহারাই বাড়ীর ছাগল গরু চরাইত এবং বাড়ীর মেয়ে ও পুরুষদের অবসর সময় এ সকল গৃহপালিত পশুর পরিচর্য্যাতে ব্যয়িত হইত। এখন ৪।৫টী বাড়ীতে ক্বচিৎ এ প্রকার একটী ছেলে দেখা যায়। সমর্থ-পুরুষেরা মুনিষ কামাই করিয়া গাভী চরান লোকসানী মনে করিয়া নিজ গাভী, ছাগল বিক্রী করাতে একদিকে যেমন গ্রামে পর্য্যন্ত অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ী দুধ হয় না, অপর দিকে বাড়ীর বাছুর হইতে লাঙ্গলের যে বলদ পাইত এখন তাহার অভাবেও নিজের ও নগদ খরিদের অর্থ যোগাইবার ক্ষমতা না থাকাতে অনেকে চাষের জমি ছাড়িয়া দিয়া নগদ মুনিষ খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ফলে শিশু, রুগ্ন ও বৃদ্ধেরা দুধের অভাবে যেমন অসময়ে মরিতেছে ও ক্ষীণবল হইতেছে অপর দিকে জমিজমাশূন্য দায়িত্বজ্ঞানহীন একদল মুনিষের বৃদ্ধিতে সমাজের অশেষ অকল্যাণ হইতেছে। অধিকাংশ মেয়েরা অবসর সময়ে গাভী, ছাগল, মেষ পরিচর্য্যা ও অন্যান্য গৃহস্থালীতে খাটিতে না পারিয়া ধানভানা, গমপেষা প্রভৃতি কষ্টকর ব্যবসা দ্বারা অতি কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে।

২। পানীয় জলের অভাব।

এ জেলায় প্রায় গ্রামেই বহু পুরাতন পুষ্করিণী থাকা সত্ত্বেও গরমের সময়ে শতকরা ৯০টী এক রকম শুকাইয়া যায়। ফলে বিশুদ্ধ পানীয় ও স্নানের জল অভাবে গাভী ও মানুষ সকলেই সহজে অসুস্থ হইয়া পড়ে। অতীত যুগের সহৃদয় জমিদার ও ধনীসম্প্রদায় জীব ও ফসল রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাদেরই স্থলাভিষিক্তগণ এখন তাহার সংস্কার পর্য্যন্ত না করিয়া যে কত অনিষ্ট করিতেছেন, কয়েক দিন এ সময়ে যে কোন গ্রামে বাস করিলেই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

কয়েকটী গ্রামের মধ্যে ২।১টী করিয়া পুকুরে যে জল থাকে তাহাই বাধ্য হইয়া কতগুলি গ্রামের অধিবাসী ও গাভীকুল ব্যবহার করাতে কোন রকম সংক্রামক ব্যাধি সহজে ছড়াইয়া গো-মরক দেখা দেয়।

৩। উপযুক্ত ষণ্ডের অভাব।

উপযুক্ত ষণ্ডের অভাবে প্রায়ই সময় মত জনন না হওয়াতে অনেক গাভী বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে। রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য বৃষদ্বারা জনন হওয়াতে গাভীগুলি কম দুগ্ধবতী হইতেছে। আমার নিজের একটী ভাল গাভীকে নিকটে ষণ্ডের যোগাড় না হওয়াতে ছয় মাইল দূরে বহরমপুর পাগলা হাসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছিল। বেলডাঙ্গা হইতে অনেক সময় কাশিমবাজার (১৩ মাইল) গাভী প্রেরিত হইয়াছে জানি।

৪। গোচর অভাব।

মুর্শিদাবাদে বহু জমি পতিত থাকা সত্ত্বেও গোচরের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমি নাই বলিলে হয়। এজন্য ফসলের সময় গাভী চরাইবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

৫। গাভীর খাদ্যাভাব।

গ্রামে যথেষ্ট নাড়া খড় হইলেও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ভিন্ন সকলেই ফসলের পরই নিজ নিজ নাড়া বিক্রী করিয়া ফেলে। গরীব গৃহস্থদের মধ্যে যাহার গাভী আছে তাহারা ফসলের সময় একসঙ্গে বিচালি খরিদের টাকা জুটাইতে না পারাতে অসময়ে ইচ্ছা হইলেও এবং টাকার যোগাড় থাকিলেও সকল সময় গ্রামে বিচালি জুটাইয়া উঠিতে পারে না। সাধারণতঃ মটর, কলাই ভিন্ন গাভীর খাদ্যোপযোগী ফসল উৎপন্ন করার প্রথা নাই বলিলে হয়। আজকাল কেহ কেহ গহমা বর্ষাতে উৎপন্ন করে। বর্ষার সময় গহমা, ভুট্টা প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন করিয়া অসময়ের জন্য সাইলেজ প্রণালীতে তাহা রক্ষা করিবার প্রথা না থাকাতে বৎসরের অর্দ্ধাংশই গাভীর বড়ই খাদ্যাভাব হইয়া থাকে। খাদ্যাদির মূল্য বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ।

৬। পরিচর্য্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।

পূর্ব্বে কতগুলি সংস্কার অনুসারে গাভীর যে ভাবে সুশ্রূষা হইত সে সকল এখন অনেকেই মানিয়া চলে না। অথচ যে ভাবে প্রতিপালন করা উপকারী তাহার নিয়ম না জানাতে পালনে নানা ক্রটী হয়। ফলে অপরিষ্কার ঘর, সামান্য ব্যাধির সময় ঔষধ প্রয়োগ না করা, ভাল ষণ্ড পাইলেও যেমন তেমন ষণ্ডদ্বারা গো জনন, গাভীগুলিকে দু'বেলা যাবনী না দেওয়া এ সকল কারণে গাভীর ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে।

৭। সাধারণের গাভী পরিচর্য্যায় শৈথিল্য।

এখন দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদিতে সাধারণের অধিকতর স্পৃহা থাকিলেও গাভী পোষার অসুবিধা কেহ বহন করিতে ইচ্ছুক নন। আমার বাল্যাবস্থাতে প্রায় বাড়ীতেই গাভী পোষা হইত এবং বাড়ীতে দুধ না হইলেও প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দুধ সেবন করিতে হইবেই এ প্রকার কোন নিয়ম ছিল না। অবশ্য শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অতিথি অভ্যাগতদের জন্য এবং বিশেষ ক্রিয়া উপলক্ষে দুধ খরিদ হইত। বর্ত্তমান রুচি অনুযায়ী দুধের উৎপন্ন কমিয়া দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উপর সাধারণের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়াতে দুধের এ প্রকার মূল্যাধিক্য হইয়াছে। ক্রমশঃ

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী।
কাশিমবাজার।
মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল।

* কাশিমবাজার ক্লাবে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।
২১শে বৈশাখ, ১৩৩০ সাল।

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

বিগত ৯ই শ্রাবণের জঙ্গিপুর সংবাদে আমার সহোদর ও গোমস্তা শ্রীশশি ভূষণ সিংহ আমার আদেশমত আমার নাম নিজ বকলমে দস্তখত করিয়া আমার স্বামী ৺হরিহর দাসের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত ও আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান কামিনী কুমার দাসের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদে আমার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রসন্ন কুমার দাসের পারিবারিক ব্যবস্থার নিন্দাবাদ করিয়া উক্ত কামিনী কুমার আমার নাম ও আমার উক্ত সহোদরের বকলম দিয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ সামন্ত

প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির সহানুভূতি প্রাপ্তিসূচক তাঁহাদের নাম সহ কয়েক খানি টুকরা কাগজ ছাপাইয়া স্থানে স্থানে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তদ্বিষয় লোক পরম্পরা শুনিয়া আমি জনসাধারণকে জানাইতেছি যে কামিনী কুমারের ছাপান উক্ত কাগজ আমার সম্মতিক্রমে বা জ্ঞাতসারে ছাপান হয় নাই, উহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ মিথ্যা। পক্ষান্তরে ১৩৩০। ৯ই শ্রাবণের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত আমার স্বনামী বিজ্ঞাপন সর্ব্বাংশে প্রকৃত ও উহা আমার নিজ আদেশমত দেওয়া হইয়াছিল। কামিনী কুমারের সহিত আমার বা আমার সহোদরের অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। স্বীয় খামখেয়ালের আধিক্যহেতু কামিনী কুমার তাহার পিতৃত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা নিবারণের জন্যই আমি জঙ্গিপুর সংবাদে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার স্বর্গীয় স্বামীর বন্দোবস্ত অনুসারে কামিনা কুমারের তাহার পিতৃ পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তরাদি বা খেয়াল মত বিভাগ বন্টনাদি করিবার বা খাজানাদি আদায় করিবার ক্ষমতা নাই, বিভাগ বন্টনাদি একটা নির্দ্দিষ্ট সময় সাপেক্ষ ও কতকগুলি ঘটনা ও নিয়মের অধীন। অদ্যকার এই বিজ্ঞাপন আমার উপস্থিতিতে আমার সহোদর ও গোমস্তা শ্রীশশি ভূষণ সিংহ আমার আদেশক্রমে আমার নাম নিজ বকলমে দস্তখত করতঃ ছাপাইতে দিলেন। ইহার প্রতিবাদে পুনরায় আমার অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞাপন বাহির হইতে পারে, তজ্জন্য জানাইতেছি যে জঙ্গিপুর সংবাদে আমার পূর্ব্বের প্রকাশিত বিষয়ের এবং অদ্যকার প্রেরিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইলে আমার নিকট অনুসন্ধানে সে সন্দেহ দূর হইবে ইতি ১৩৩০। ২৬শে শ্রাবণ

শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী।

সাং উমরপুর নপাড়া। ডিঃ সমসেরগঞ্জ

বঃ তস্যা সহোদর—শ্রীশশি ভূষণ সিংহ।

গোমস্তা

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

আমি আমার পিতৃত্যক্ত কলিকাতা. বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ যাবতীয় স্বনামী বেনামী জমিদারী ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ষষ্ঠাংশের মালিক। আমার ভ্রাতাগণ হইতে বহু বৎসরাবধি পৃথক বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি উক্ত সম্পত্তি আদি সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধানের ভার কখনও ভ্রাতাগণকে দিই নাই, বিশেষ কারণবশতঃ দিতে ইচ্ছুক নহি। তজ্জন্য সকল ভাগীদার, দেনাদার ও সর্ব্বসাধারণ জানিবেন যে, উক্ত ভ্রাতাগণ আমার তরফ হইতে আমার অংশের খাজনা, দেনা আদায় আদি সমুদয় কার্য্য করিতে পারেন না, করিলে আমি তাহাতে বাধ্য নাই। উক্ত ভাগীদারাদিগণ এই নোটীশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে তাহারা নিজের riskএ করিবেন। আমি আমার অংশের উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যাহারা লইতে ইচ্ছা করেন আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে বিবরণ জানিতে পারিবেন। ইতি

শ্রীহরিপ্রসাদ গুপ্ত।

২১ নং মতি ঘোষের লেন, হাবড়া।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:০:—

মেডিক্যাল হাসপাতাল, দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও বর্ত্তমান কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু-চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষু চিকিৎসা,

ছানি তোলা, গ্লোকোমা প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক চক্ষুপীড়া সহজে আরাম করা হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

পলিপাস, এডিনয়েড ও টন্‌সিল

অপারেশনের সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহরে ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩৯২৫

দ্বিপ্রহরে ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত, বৈকালে ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—আই, ইয়ার, নোজ, থ্রোট ক্লিনিক, রুম নং ২২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট দোতালায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ [illegible]

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আয়ুর্ব্বেদ [illegible]লয়

* * * ১২৮৫ সালে স্থাপিত * *

হায়েদ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরদা, পাতিয়ালা, ইন্দোর,

কাশ্মীর, যোধপুর, ভরতপুর, কাশী,

গোয়ালিয়ার, কোলাপুর,

বলরামপুর,

ইত্যাদি প্রদেশের

—নৃপকুলবৃন্দ পৃষ্ঠপোষিত—

সাধারণ দুরারোগ্য রোগের কতিপয় পরীক্ষিত মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায় — সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের পাচন। এক শিশি ১৲; ডাকে ১৸৵০ আনা।

কাঞ্চন ঘৃত — সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এক পোয়া ৫৲ টাকা; ডাকে ৫৸৵০ আনা। অর্দ্ধ পোয়া ২৷৷০ টাকা; ডাকে ৩৵০ আনা।

কনকাষ্টক — ক্রিমি রোগের অমোঘ মহৌষধ। এক কৌটা ১৲ টাকা; ডাকে ১।০ আনা।

কর্পূরাসব — প্রবল উদরাময় ও ওলাওঠার মহৌষধ। এক শিশি ৷৷০ আট আনা; ডাকে ৸৶০ আনা।

কুটজাসব — রক্তামাশয় ও তদসংক্রান্ত জ্বর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা ইত্যাদি প্রশমিত হয়। এক শিশি ২৲ টাকা; ডাকে ২৸৵০

ক্ষতান্তক তৈল — দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, কাণে পুঁয, নারাঙ্গা ঘা, বালকদিগের খোস পাঁচড়া. ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ; এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১।৶০।

ক্ষুধাবতী — অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, প্রভৃতি উপদ্রবের মহৌষধ। এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১।৵০ আনা।

দশনকান্তি চূর্ণ — দাঁতের গোড়া ফোলা ব্যথা হওয়া, দন্তবেষ্টের রক্ত ও পূযাদি স্রাব বন্ধ করিতে আদ্বিতীয়। এক কৌটা ৷৷০ আনা; ডাকে ৸০

নিবেদন — অর্ডার পাঠাইবার সময় স্বীয় নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

"য়্যাড্ ইট্"

সি কে সেন

এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

...কার

...—স্বর্গের সুধাতুল্য এই ...আর মদনানন্দ মোদক, কামেশ্বর মোদক ...না। ইহা বিলাস প্রিয় যুবক যুবতীর ...রীক্ষা করিলে ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ...অপর পক্ষে ইহা স্ত্রী এবং পুরুষের ধাতু ...যাবতীয় পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ। সুস্থ শরীরে ...সেবন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ শরীর পা... ...বলশালী হয়। মূল্য ৩২ বটিকায় ১ কৌটা মাত্র ১৲ ... টাকা।

কেশ তৈলের রাণী—"মনি তৈল"—ইহা যুবক যুবতীর অতি আদরের জিনিস। যিনি একবার এই তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তিনি নিশ্চয় আর কোনও প্রকার তৈল পছন্দ করিবেন না। ইহার সৌগন্ধ এত মনোহর যে ইহা থাকিলে গৃহের চতুর্দ্দিক সদ্য প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুমের গন্ধে মন প্রাণ আকুল করিয়া তুলিবে। ইহার গুণও অতুলনীয়। এই তৈল নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক শীতল রাখে, শরীর স্নিগ্ধ এবং পরিপুষ্ট করে, কেশরাশি পরিবর্দ্ধিত, কোমল এবং সুচিক্কণ করে। ইহা বাজারের তথাকথিত অপদার্থ এবং অন্তঃসারশূন্য কেশ তৈল নহে। মূল্য ৫ তোলার শিশি ১৲ টাকা মাত্র।

চক্ষু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ "মমীরা"

ইহা যাবতীয় দুরারোগ্য চক্ষুরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। বহু অর্থ ব্যয়ে আফগানিস্থান হইতে আমরা ইহা সংগ্রহ করিয়াছি। এই আসল এবং অকৃত্রিম মমীরা অল্পদিন ব্যবহারে বিনা অস্ত্রে ছানি নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি তোলা ১০০৲ এক শত টাকা। ৵০ দুই আনা ওজনের কমে বিক্রয় করা হয় না। কমিশন দেওয়া হয় না।

স্বর্ণ সুযোগ! সত্বর হউন!

এই পত্রিকার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে এবং বিনামাশুলে একখানি কামশাস্ত্র পাঠাইয়া থাকি।

বৈদ্যশাস্ত্রী মণিশঙ্কর গোবিন্দজী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটবাজার, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা। ঃ— মূল্য ॥৵৹

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ। ঃ—

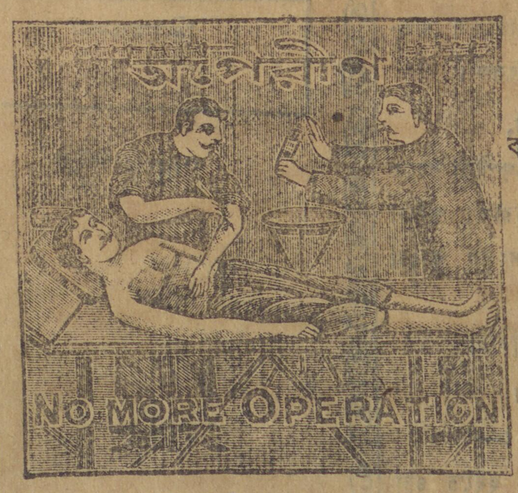

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীতলী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ॥৹ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵৹ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। এক্‌জিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥৹ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্‌।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।